ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
*দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন*

# সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা

## সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

মোহাম্মদ হোসেন, নিহার রঞ্জন রায়

১৫ এপ্রিল ২০১৪

*সর্বশেষ সংশোধিত ১৯ জুন ২০১৪

# সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

**উপদেষ্টা**
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
সভাপতি, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

এম. হাফিজউদ্দিন খান
সদস্য, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

**গবেষণা সমন্বয়**
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

**সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনা**
শাহজাদা এম আকরাম, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

**গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন রচনা**
মোহাম্মদ হোসেন, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি
নিহার রঞ্জন রায়, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

**গবেষণা সহকারী**
মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি
ফাল্গুনী বিশ্বাস, ইন্টার্ন

**কৃতজ্ঞতা স্বীকার**
তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পর্যায়ে সমবায় সমিতির সদস্য, সমবায় অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সমবায় বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও সাংবাদিকরা সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগের অন্যান্য সহকর্মীরা তাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে এই গবেষণাটির উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

**যোগাযোগ**
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাড়ি # ১৪১, রোড # ১২ ব্লক# ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮-০২-৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www.facebook.com/TIBangladesh

# সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

## সার-সংক্ষেপ

### ১. প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

সমবায় হচ্ছে, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণের জন্য স্বেচ্ছায় সংগঠিত কিছু সংখ্যক ব্যক্তি কর্তৃক গঠিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠান যা যৌথমালিকানাধীন এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে নিয়ন্ত্রিত। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩ (খ) অনুচ্ছেদে সম্পদের মালিকানার ভিত্তিতে সমবায়কে দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রধানত ২৯ ধরনের মোট নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৮৬,১৯৯টি এবং এসব সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ৯৩,৪৯,৫৫৭ জন। দেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) সমবায় সমিতির অবদান ১.৮৮ শতাংশ।

সমবায় সমিতিসমূহ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, বিশেষত দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু বহুমুখী এবং সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে সংবাদমাধ্যমে বিভিন্ন অভিযোগ উঠে এসেছে, যেমন: ভুল তথ্য দিয়ে সমবায় সমিতি গঠন ও নিবন্ধন গ্রহণ, অতিরিক্ত মুনাফার লোভ দেখিয়ে বিপুল পরিমাণ আমানত ও মূলধন সংগ্রহ করে তা আত্মসাৎ, অবৈধ ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা, অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগ, সমিতির অর্থ অন্যান্য কোম্পানিতে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে স্থানান্তর, সমিতির সম্পদ ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করা ইত্যাদি। একটি সমীক্ষা অনুসারে নিবন্ধিত সমবায় সমিতির ৪৭ শতাংশ অকার্যকর হয়ে গেছে। সমবায় খাতের বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ, অনিয়ম ও দুর্নীতির ওপর গভীর ও বিশ্লেষণার্থক গবেষণার অভাব রয়েছে। এই সীমাবদ্ধতা নিরসনের জন্য বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

### ২. গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এ গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় সুশাসনগত চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে:

- সমবায় সমিতির নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযোজ্য আইন ও বিধি পর্যালোচনা করা;
- সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা এবং তত্ত্বাবধানে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা মূল্যায়ন করা; এবং
- সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ অনিয়ম ও দুর্নীতি চিহ্নিত করা।

উল্লেখ্য, গবেষণায় উপস্থাপিত সমবায় সমিতি সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ সব সমিতির ক্ষেত্রে এবং সমবায় অধিদপ্তর সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ সমবায় অধিদপ্তরের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে তা সমবায় সমিতির নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সুশাসনগত চ্যালেঞ্জের বিষয়গুলোর ওপর ধারণা দেয়।

### ৩. গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণায় বিভিন্ন গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি যেমন মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও দলীয় আলোচনা মাধ্যমে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন উৎস থেকে এসব তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা হয়েছে। সমিতির ধরন, স্তর, তদারকি সংস্থা ও ভৌগোলিক বিন্যাস এই চারটি সূচকের ওপর ভিত্তি করে ৬টি বিভাগের ৮টি জেলার ১১টি উপজেলার মোট ৩৭টি সমবায় সমিতি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি'র বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও সাধারণ সদস্য, কর্মকর্তা-কর্মচারী, সমবায় সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও গবেষক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এছাড়া আটটি সমিতির দৈনন্দিন কার্যক্রম প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

সমবায় খাত সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা, বার্ষিক প্রতিবেদন (পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সমবায় অধিদপ্তর, বিআরডিবি), সমবায় অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ, বিষয়-সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ, গবেষণা প্রতিবেদন, বই, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ থেকে পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০১৩ সালের মে মাস থেকে শুরু করে ২০১৪ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

### ৪. গবেষণার পর্যবেক্ষণ

#### ৪.১ সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা

'সমবায় সমিতি আইন ২০০১' অনুসারে সমবায় সমিতিগুলো পরিচালিত হয়। ২০০২ এবং ২০১৩ সালে এই আইনের কয়েকটি ধারায় সংশোধন আনা হয়। 'সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন ২০১৩'-এর সংশোধনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য: (ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ছাড়া ব্যাংকিং কার্যক্রমে বাধা নিষেধ [ধারা ২৩খ (১, ২)], (খ) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক ছাড়া কোনো

* ২০১৪ সালের ১৫ এপ্রিল ঢাকার হোটেল অবকাশে অনুষ্ঠিত প্রেস কনফারেন্সে উপস্থাপিত কার্যপত্রের সার-সংক্ষেপ।

সমবায় সমিতির শাখা খোলায় বাধা নিষেধ এবং শাখা বন্ধ করা [ধারা ২৩ ক (১)], (গ) সমিতির সদস্য ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ বা ঋণ প্রদানে বাধা নিষেধ [ধারা ২৬ (১), (ঘ) আমানত সুরক্ষা তহবিল গঠনের নির্দেশ [ধারা ২৬খ (১)]। ২০০৪ সালে সমবায় সমিতি বিধিমালা জারি করা হলেও সংশোধিত আইন অনুসারে এই বিধিমালাকে হালনাগাদ করা হয়নি। বিভিন্ন সময় আইনানুসারে পরিপত্র জারির মাধ্যমে দিক নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে। সর্বশেষ ১৯৮৯ সালে সমবায় নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছিল।

সমবায় সমিতি আইনে নিবন্ধনের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায় থেকে প্রাক-যোগ্যতা যাচাই, আইন লঙ্ঘন-জনিত অপরাধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা নেই। এছাড়া আমানত সুরক্ষা তহবিল গঠন বিষয়ে সমিতিগুলোকে বাধ্য করার কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। সমবায় সমিতির দ্বারা সদস্যরা দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হলে নিবন্ধকের অনুমতি ছাড়া আদালতে মামলা দায়ের করার ক্ষেত্রে বাধা নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া সমিতির অন্তবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্য নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন সম্পাদন করতে না পারলে পরবর্তী যে অন্তবর্তী কমিটি গঠন হবে সে কমিটিতে সদস্য হতে না পারার কারণে অন্তবর্তী কমিটি গঠনের জন্য সদস্য পাওয়া যায় না।

## ৪.২ সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় তদারকি প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

### ৪.২.১ সমিতি নিবন্ধন

#### *৪.২.১.১ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সমিতির নিবন্ধন*

নিবন্ধনের শর্তাবলী মাঠ পর্যায়ে যাচাই না করেই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুরোধে/নির্দেশে সমবায় সমিতির নিবন্ধন দেওয়া হয়, বিশেষকরে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে গঠিত সমবায় সমিতিগুলোর নিবন্ধন দেওয়ার যোগ্যতা যাচাইয়ের বিষয়টি গৌণ থাকে। অন্যদিকে বিআরডিবি সমিতি সংগঠিত করে স্থানীয় সমবায় অফিসের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করে, যেখানে সমবায় অধিদপ্তরের কোনো নিয়ন্ত্রণ বা তদারকি থাকে না।

#### *৪.২.১.২ রাজনৈতিক বা প্রভাবশালীদের প্রভাবে সমিতি নিবন্ধন*

সরকারি কোনো অনুদান বা খাস সম্পদ ইজারা পাওয়ার উদ্দেশ্যে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সমবায় সমিতি গঠন করে নিবন্ধন নেয়, যেখানে যোগ্যতা যাচাই করা হয় না। কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি, সংসদ সদস্য, এমনকি মন্ত্রীও সমিতির নিবন্ধন দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে চাপ প্রয়োগ করে।

#### *৪.২.১.৩ নিবন্ধনের পুরো প্রক্রিয়া সমবায় কর্মকর্তার সাথে আর্থিক চুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন করা*

প্রাথমিক সমবায় সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে পুরো প্রক্রিয়াটি সমবায়ের কোনো কর্মকর্তার সাথে আর্থিক চুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। এই সার্বিক প্রক্রিয়ায় সমবায় কর্মকর্তা একটি 'প্যাকেজ' হিসেবে সমিতির কাছে অর্থ দাবি করে, যার পরিমাণ ৮,০০০ থেকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত হয়।

#### *৪.২.১.৪ নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে সমিতির নিবন্ধন প্রদান*

প্রাথমিক সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ফি'র বাইরে ৮,০০০ থেকে ১০,০০০ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে আদায় করা হয়। নিয়মবহির্ভূত এই অর্থের পরিমাণ সমবায় সমিতির ধরন এবং কর্ম এলাকার ওপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো সমিতি ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার একটি থানা নিয়ে কাজ করলে ৩৫,০০০ থেকে ৪০,০০০ টাকা, সমগ্র ঢাকা মেট্রোপলিটন নিয়ে কাজ করলে ৫০,০০০ থেকে ৬০,০০০ টাকা ও সমগ্র ঢাকা জেলা নিয়ে কাজ করলে ৭০,০০০ থেকে ৮০,০০০ টাকা নিয়মবহির্ভূত দিতে হয়।

#### *৪.২.১.৫ সমিতির কর্ম-এলাকা নির্ধারণে অনিয়ম*

নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে সমিতির কর্ম-এলাকা বর্ধিত করা যায়। সমবায় অধিদপ্তরে সংশ্লিষ্ট কিছু কর্মকর্তাকে ঘুষ দেওয়ার মাধ্যমে এই অনুমতি নেওয়া হয়। তথ্যদাতাদের মতে, নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে কয়েকটি বহুমুখী সমবায় সমিতিকে তাদের কর্ম এলাকার আওতা বাড়িয়ে অবৈধ কার্যক্রমের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।

### ৪.২.২ সমবায় সমিতির উপ-আইন

#### *৪.২.২.১ উপ-আইনে সমিতির উদ্দেশ্যসমূহ অনির্দিষ্ট*

সমবায় সমিতির উপ-আইনে সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রণালি সুনির্দিষ্ট থাকে না। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় কোন কোন সমিতির উপ-আইনে সমিতির ২০টির অধিক উদ্দেশ্য লেখা আছে। সমিতির উদ্দেশ্য এভাবে উন্মুক্ত রাখার কারণে সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষে সমিতিসমূহকে পর্যবেক্ষণে রাখা দুরুহ হয়ে পড়ে। বর্তমানে সমবায় অধিদপ্তর উপ-আইনের উদ্দেশ্যসমূহ সমিতির ধরণভেদে ৫-৭টির মধ্যে নির্দিষ্ট করার উদ্যোগ নিয়েছে।

#### ৪.২.২.২ *সমিতির উপ-আইনকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা না করা*

সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সমবায় কর্তৃপক্ষ সমিতির উপ-আইনে কী কী বিষয়ের উল্লেখ আছে, উপ-আইন সমবায় আইনের সাথে সাংঘর্ষিক কিনা এ বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দেয় না। গবেষণায় দেখা যায় সমিতির ধরন আলাদা হলেও বেশিরভাগ সমিতির উপ-আইনের ধরন প্রায় একই রকম।

#### ৪.২.২.৩ *উপ-আইন অনুসরণের বিষয়ে তদারকির অভাব*

সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ হতে সমিতিগুলোর উপ-আইন অনুসরণের ব্যাপারে পর্যাপ্ত তদারকি নেই। সমিতিগুলো কার্য নির্বাহের ক্ষেত্রে কোনভাবে উপ-আইন লঙ্ঘন করছে কিনা সেই ব্যাপারে অধিদপ্তর কর্তৃক তদারকির ঘাটতি আছে।

### ৪.২.৩ সমবায় সমিতি নিরীক্ষা

#### ৪.২.৩.১ *নিরীক্ষা সম্পাদনে অপর্যাপ্ত সময়*

যথাযথভাবে নিরীক্ষা সম্পাদনের জন্য সমবায় কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পর্যাপ্ত সময় পায় না। কিছু উপজেলায় সমবায় সমিতির সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ওপর অপেক্ষাকৃত বেশি সমিতির নিরীক্ষার দায়িত্ব পড়ে এবং সমিতি নিরীক্ষার জন্য গড়ে একদিনের বেশি সময় পায় না। এই অল্প সময়ে সমিতির কার্যক্রম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষা করা সম্ভব হয় না। এছাড়া কিছু বড় সমিতি আছে যাদের কার্যক্রম বেশি এবং নিরীক্ষা সম্পাদন করতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগে।

#### ৪.২.৩.২ *নিরীক্ষা কর্মকর্তাদের দক্ষতার অভাব*

যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী সমবায় সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদন করেন তাদের অনেকেরই নিরীক্ষা সম্পাদনের প্রয়োজনীয় দক্ষতা নেই, এমনকি নিরীক্ষা বিষয়ে অনেকের পর্যাপ্ত ধারণাও নেই। নিরীক্ষা সম্পাদন করার ক্ষেত্রে নিরীক্ষকগণ কেবল ভাউচার মিলিয়ে দেখেন।

#### ৪.২.৩.৩ *সমবায় কর্মকর্তাদের নিরীক্ষা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের অভাব*

সমবায় কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত প্রশিক্ষণগুলোও গতানুগতিক। অনেক সমবায় কর্মকর্তা যারা নিরীক্ষা সম্পাদন করেন তারাও নিরীক্ষা ব্যাপারে প্রশিক্ষণ পায়নি। এছাড়া নিরীক্ষার নতুন ম্যানুয়ালের ওপর অনেক নিরীক্ষা কর্মকর্তারই প্রশিক্ষণ নেই।

#### ৪.২.৩.৪ *নিবন্ধনের পূর্বে সমিতির প্রাথমিক নিরীক্ষা না হওয়া*

নিবন্ধনের সময় প্রতিটি সমিতির একটি পূর্ণাঙ্গ নিরীক্ষা হওয়ার নিয়ম আছে। প্রাক-নিরীক্ষাকে ভিত্তি ধরে পরবর্তীতে সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদন করা হয়। কিন্তু নিবন্ধনের সময় সমিতির কেবল একটি নামমাত্র নিরীক্ষা হয়।

#### ৪.২.৩.৫ *অপূর্ণাঙ্গ ও অনিয়মিত নিরীক্ষা সম্পাদন*

অকার্যকর সমিতি এবং কোনো কোনো কার্যকর সমিতির পূর্ণাঙ্গ নিরীক্ষা সম্পাদন করা হয় না। কিছু ক্ষেত্রে সমিতির সব ধরনের প্রকল্প না দেখে শুধুমাত্র কয়েকটি প্রকল্প দেখেই নিরীক্ষা সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষা সম্পাদনের ক্ষেত্রে সমবায় অফিস সমবায় সমিতির সরবরাহকৃত কাগজপত্র ভালভাবে তদন্ত করে দেখে না। প্রত্যেকটি সমিতির বছরে একবার নিরীক্ষা সম্পাদনের নিয়ম থাকলেও অনেক সমিতিতে তা হয় না।

#### ৪.২.৩.৬ *সমবায় কর্মকর্তার নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়*

যেসব সমবায় কর্মকর্তা-কর্মচারী নিরীক্ষা সম্পাদন করার দায়িত্ব পায় তারাই সমবায় সমিতির সাথে আর্থিক চুক্তিতে সমিতির হিসাব প্রস্তুত করে। নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরি করে দেওয়ার মাধ্যমে এসব কর্মকর্তা-কর্মচারী নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করে, যার পরিমাণ সাধারণত ১,০০০ থেকে ২,০০০ টাকা। কার্যকর ও লাভজনক সমিতির ক্ষেত্রে এই অর্থের পরিমাণ বেশি। সমবায় কর্মকর্তারা নিরীক্ষার সময় বিভিন্ন ভুল দেখিয়ে সমিতির কাছ থেকে টাকা দাবি করে; অন্যদিকে সমবায় সমিতিগুলো নিরীক্ষার সময় কোনো ভুল ধরা পড়লে টাকার বিনিময়ে সেটি শুধরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

#### ৪.২.৩.৭ *নিরীক্ষায় সমিতির লাভ কম দেখানো*

নিয়ম অনুসারে সমিতির লাভের ১০% অথবা সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা নিরীক্ষা ফি হিসেবে জমা দিতে হয়। নিরীক্ষা কর্মকর্তারা প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্যদের পরামর্শে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে সমিতির লাভ কম দেখায়।

#### ৪.২.৩.৮ *নিরীক্ষা সম্পাদনে সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি'র মধ্যে সমন্বয়ের অভাব*

বিআরডিবি'র অধীন সমিতিগুলোর নিরীক্ষা সম্পাদনে সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি'র মধ্যে সমন্বয়ের অভাব আছে। ২০১১-২০১২ সালে বিআরডিবি'র সমিতিগুলো নিরীক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বিআরডিবি'কে। কিন্তু একদিকে বিআরডিবি'র জনবলের অভাব রয়েছে, এবং অন্যদিকে বিআরডিবি'র মাঠ পর্যায়ের জনবলের এ কাজে দক্ষতার অভাব আছে। এ প্রেক্ষিতে পরবর্তী বছর নিরীক্ষার দায়িত্ব পুনরায় সমবায় অধিদপ্তরের কাছে দেওয়া হয়। এই ধরনের সমন্বয়হীনতা নিরীক্ষা কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। সম্প্রতি নিরীক্ষা সম্পাদনে সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি'র মধ্যে সমন্বয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

### ৪.২.৪ সমবায় সমিতি পরিদর্শন

#### *৪.২.৪.১ অধিদপ্তরের জনবলের স্বল্পতা*

কিছু উপজেলায় সমিতির সংখ্যা (৪০০-৫০০টি) অধিদপ্তরে বিদ্যমান জনবলের তুলনায় বেশি। ফলে এসব উপজেলার ক্ষেত্রে সবগুলো সমিতি নিয়মিত পরিদর্শন বা তদন্ত করা সম্ভব হয় না।

#### *৪.২.৪.২ প্রয়োজনীয় যানবাহন ও যাতায়াত ভাতার অভাব*

উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সমবায় কর্মকর্তাদের নিজস্ব গাড়ি নেই। অন্যদিকে নিরীক্ষা, পরিদর্শন বা তদন্ত সংক্রান্ত কাজে সমিতিগুলোতে যাওয়া আসার জন্য সমবায় কর্মকর্তাদের জন্য বরাদ্দকৃত যাতায়াত ভাতা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয় (কিমি প্রতি ০.৭৫ টাকা বা সর্বোচ্চ ৮০ টাকা)। এছাড়া পরিদর্শনের পর যাতায়াত ভাতার টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা আছে। কিছু ক্ষেত্রে যাতায়াত ভাতার বিল অনুমোদনের ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অনুমোদন পেতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়।

#### *৪.২.৪.৩ অকার্যকর সমবায় সমিতি পরিদর্শন ব্যবস্থা*

প্রতি বছর একবার প্রত্যেকটি প্রাথমিক সমিতি উপজেলা সমবায় পরিদর্শন কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনের কথা থাকলেও বাস্তবে এটি হয় না। অনেক সময় উপ-পরিদর্শক মাঠে গিয়ে সমিতি না দেখেই পরিদর্শন প্রতিবেদন দেয়।

#### *৪.২.৪.৪ সমিতি থেকে সমবায় কর্মকর্তাদের নিয়ম-বহির্ভূত সুবিধা আদায়*

সমবায় কর্মকর্তাদের একাংশ পরিদর্শনের সময় সমিতির কাছে যাতায়াতের জন্য অর্থ দাবি করে, যা না দিলে এসব সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রম অনুমোদনের ক্ষেত্রে কালক্ষেপণসহ হয়রানি, পরিদর্শন প্রতিবেদন খারাপ দেওয়ার হুমকি দেয়। এছাড়া কৃষিসহ বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের সাথে নিয়োজিত সমিতিগুলোতে পরিদর্শনে গেলে ঐসব সমিতির উৎপাদিত পণ্য সমবায় কর্মকর্তাদের দেওয়া হয়। সমবায় কর্মকর্তারা ব্যক্তিগত ভ্রমণে এসব এলাকায় গেলেও তাদের বিলাসবহুল হোটেলে রাখার ব্যবস্থা করতে হয়।

#### *৪.২.৪.৫ সমিতি পরিদর্শন না করেই যাতায়াত ভাতা দাবি*

সমবায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ পরিদর্শন না করেই যাতায়াত ভাতা দাবি করে। কিছু ক্ষেত্রে মোবাইল ফোনে সমিতির সদস্যদের সাথে কথা বলে সমিতির পরিদর্শন প্রতিবেদন তৈরি করে। এক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের যোগসাজশ থাকে এবং এই বিলের অনুমোদন দিয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দাবি করে।

#### *৪.২.৪.৬ অফিস সহকারী কর্তৃক সমিতি পরিদর্শন*

অনুমোদিত না হলেও একটি উপজেলা সমবায় অফিসের অফিস সহকারী সমিতি পরিদর্শন করে এবং পরিদর্শন ভ্রমণ বাবদ যাতায়াত ভাতা বিল দাবি করে।

### ৪.২.৫ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন

#### *৪.২.৫.১ সমিতির অভ্যন্তরীণ নির্বাচনে সমবায় অধিদপ্তরের প্রভাব বিস্তার*

সমিতির অভ্যন্তরীণ নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে সমবায় কর্মকর্তাগণ তাদের অনুগত ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার চেষ্টা করে। ভোটার তালিকায় গরমিল, বহিরাগতদের ভোটার বানিয়ে জাল ভোট প্রদান, মনোনয়ন বাছাই এবং নির্বাচিত কমিটিকে অনুমোদন প্রদানকে কেন্দ্র করে এ ধরনের অনিয়মগুলো হয়।

### ৪.২.৬ বিরোধ নিষ্পত্তি

#### *৪.২.৬.১ বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের সীমিত ক্ষমতা*

বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের পরামর্শ দেওয়া ছাড়া বিশেষ কোনো ক্ষমতা নেই। এই সীমিত ক্ষমতার কারণে সমবায় সমিতির সদস্যরা বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কাজে সমবায় অধিদপ্তরকে ব্যবহার করে না। অন্যদিকে সমবায় অধিদপ্তরের সিদ্ধান্ত কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে গেলে তিনি আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে আসেন, ফলে বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কোনো পদক্ষেপ আর সমবায় অধিদপ্তরের হাতে থাকে না।

#### *৪.২.৬.২ সমিতির বিরোধকে কেন্দ্র করে সমিতি থেকে সুবিধা আদায়*

কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমবায় সমিতিতে সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা না করে সমবায় কর্মকর্তারা সমিতির ক্ষমতাশীল পক্ষকে সমর্থন দেওয়ার বিনিময়ে সমিতি থেকে সুবিধা গ্রহণ করে। এই যোগসাজশের ফলে সমিতির সম্পদকে ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার সুযোগ তৈরি হয়।

#### *৪.২.৬.৩ রাজনৈতিক এবং ক্ষমতাশীলদের হস্তক্ষেপ*

কোন সমিতির অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক এবং ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের প্রভাবের কারণে সমবায় কর্মকর্তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। রাজনৈতিক বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নির্দেশমত কাজ না করলে কর্মকর্তাদের অন্যত্র বদলি করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। এসব ক্ষেত্রে সরকারের মন্ত্রী পর্যন্ত সমবায় অধিদপ্তরে তদবির করে।

### ৪.২.৭ অবসায়ন

#### *৪.২.৭.১ প্রয়োজনীয় দলিলপত্র না থাকা*

সমিতির নথিপত্র, দলিলপত্র, পাওনাদার এবং দেনাদারদের তালিকা, ঠিকানা এবং প্রমাণাদি, দায় ও সম্পদের যথাযথ হিসাব বা রেকর্ড না পাওয়ার কারণে অবসায়ন আদেশপ্রাপ্ত সমবায় সমিতিগুলোর অবসায়ন সম্পূর্ণ হচ্ছে না।

#### *৪.২.৭.২ পর্যাপ্ত বরাদ্দের অভাব*

অবসায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মামলা দায়ের, সভা করা, পত্র জারি করা, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার প্রয়োজন হয়। এসব কাজের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় অবসায়ন কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয় না।

#### *৪.২.৭.৩ সমিতির কাছে সরকারি ঋণ থাকা*

সমিতির কাছে সরকারি ঋণ অপরিশোধিত থাকা এবং সমিতিতে থাকা সম্পদের সুষ্ঠু বিলি বণ্টন না হওয়া পর্যন্ত অবসায়ন করা যায় না। অন্যদিকে আর্থিক সামর্থ্যের অভাবের কারণে অকার্যকর সমিতিগুলো একটি অমীমাংসিত অবস্থায় আছে।

### ৪.২.৮ উন্নয়ন, অনুদান, উৎসাহ ও প্রশিক্ষণ

#### *৪.২.৮.১ উন্নয়ন, অনুদান, উৎসাহ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সেবা পর্যাপ্ত না থাকা*

সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন, অনুদান ও উৎসাহ সংক্রান্ত সেবা পর্যাপ্ত নয়। প্রশিক্ষণের জন্য লজিস্টিকসসহ অন্যান্য সামর্থ্য পর্যাপ্ত নয়।

#### *৪.২.৮.২ সমবায় সমিতির অস্পষ্ট স্তর বিভাজন*

সমবায় সমিতির প্রাথমিক, কেন্দ্রীয় এবং জাতীয় পর্যায়ের স্তরায়ন সবসময় স্পষ্ট নয়। প্রতিটি কেন্দ্রীয় সমিতির অধীনে দশটি প্রাথমিক সমিতি থাকার কথা থাকলেও এমন কেন্দ্রীয় সমিতি আছে যার কোনো প্রাথমিক সমিতি নেই। অনেক ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ের সমিতির কোনো কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সমিতি নেই।

#### *৪.২.৮.৩ জাতীয় ও কেন্দ্রীয় সমিতির কার্যকরতার অভাব*

জাতীয় সমবায় সমিতি কেন্দ্রীয় সমিতিকে এবং কেন্দ্রীয় সমিতি প্রাথমিক সমিতিকে সহযোগিতার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। পূর্বে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে কৃষক পর্যায়ে জাতীয় সমিতির নিজস্ব পুঁজি থেকে ঋণ দেওয়া হচ্ছে। ঋণ কার্যক্রম সংকুচিত হয়ে পড়ায় কৃষক পর্যায়ে সমবায় ব্যাংকের গ্রহণযোগ্যতা কমে গেছে। সমবায় ব্যাংকের তিন-স্তরের সমিতি ব্যবস্থা এখন আর কার্যকরভাবে অনুসরণ হচ্ছে না।

#### *৪.২.৮.৪ সমবায়-বহির্ভূত বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ*

সরকার বিভিন্ন সময় দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে যেখানে নিবন্ধিত সমিতিকে অন্তর্ভুক্ত না করে নতুন সমিতি গঠন করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে বা হচ্ছে। এভাবে চাপে পড়ে সমিতি গঠনের ফলে সদস্যদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা ও আন্তঃসংযোগ থাকে না। এসব সমিতি সরকারি অনুদান-নির্ভর। সমবায় অধিদপ্তর এসব সমিতির নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ হলেও সমিতিগুলোর সার্বিক পরিকল্পনায় সমবায় অধিদপ্তর কীভাবে যুক্ত তা অনেক সময় সুনির্দিষ্ট থাকে না।

#### *৪.২.৮.৫ সরকারের সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা না থাকা*

বিভিন্ন সময়ে সমবায়ের ব্যাপারে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সমবায়ের কর্মকাণ্ডকে ব্যাহত করেছে। ১৯৯৩ সালে সরকারের পক্ষ থেকে 'কৃষিঋণ' মওকুফ করার ঘোষণা দেওয়া হয়, ফলে সমিতির যেসব সদস্য কৃষিঋণ নিয়েছিল তাদের কাছ থেকে ঋণ উত্তোলন বন্ধ ছিল। পরবর্তীতে 'কৃষিঋণ' মওকুফের আওতায় সমবায় সমিতি পড়বে না বলে জানানো হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে অনাদায়ী থেকে যাওয়া ঋণের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং বহুসংখ্যক সমিতির কৃষিঋণ অনাদায়ী থেকে যায়। উল্লেখ্য ১৯৮০'র দশকেও এই ধরনের ঋণ মওকুফের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল।

#### *৪.২.৮.৬ তথ্য সংরক্ষণ এবং প্রচারণার সীমাবদ্ধতা*

উপজেলা থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সমবায় অফিসগুলোতে কার্যকর তথ্য ব্যবস্থাপনা নেই। সঠিকভাবে তথ্য প্রস্তুত ও সংরক্ষণ না করার ফলে প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমবায় অধিদপ্তরের কার্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের লজিস্টিকসের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বেশিরভাগ জেলায় সমবায়ের নিজস্ব কার্যালয় নেই। জেলা ও উপজেলার সমবায় অধিদপ্তরের কার্যালয়গুলোতে আসবাবপত্রসহ আনুসাঙ্গিক উপকরণের স্বল্পতা আছে। অনেক উপজেলা কার্যালয়ে কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইন্টারনেটের ব্যবস্থা নেই, অথবা থাকলেও নষ্ট হলে মেরামতের ব্যবস্থা নেই।

#### *৪.২.৮.৭ ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা আদায়ের উদ্যোগ না নেওয়া*

সমবায় অধিদপ্তর সমবায় সমিতির দ্বারা প্রতারণার শিকার গ্রাহকদের বিনিয়োগকৃত অর্থ উদ্ধারের জন্য বিশেষ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। আইডিয়াল, ম্যাক্সিম, ডেসটিনিসহ অন্যান্য প্রতারক বহুমুখী সমবায় সমিতি দীর্ঘ সময় ধরে গ্রাহকদের বিনিয়োগকৃত অর্থ আত্মসাৎ করলেও সমবায় অধিদপ্তর কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেয়নি, বা প্রতারক সমিতিগুলোতে বিনিয়োগের ব্যাপারে মানুষকে

সতর্ক করার কোনো উদ্যোগ নেয়নি। সাম্প্রতিক সময়ে একটি সমিতির ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের স্বার্থ রক্ষার্থে এডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

#### *৪.২.৮.৮ অকার্যকর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা*

সমবায় অধিদপ্তর হতে পরিচালিত প্রশিক্ষণের বিষয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমবায়ীদের প্রয়োজন যাচাই করা হয় না। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর কিছু নির্ধারিত প্রশিক্ষণ মডিউল আছে, যেগুলো হালনাগাদ করা হয় না। সমবায়ীরা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে উপকৃত হলেন কিনা তা কখনো মূল্যায়ন করা হয়নি। এছাড়া প্রশিক্ষণ ভাতা দৈনিক ৬০ টাকা থেকে বর্তমানে ১২০ টাকা করার কারণে বর্তমানে প্রশিক্ষণ নেওয়ার ব্যাপারে সমবায়ীদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও তা বর্তমান বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রভাবশালী সমিতিগুলোর সদস্যদের মনোনীত করা হয়। প্রশিক্ষণের জন্য কে মনোনীত হবে তা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার সাথে সমিতির সদস্যদের সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে। সাম্প্রতিক সময়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

### ৪.২.৯ সমবায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ ও বদলির ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি

সমবায় অধিদপ্তরে জনবল নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, পদায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ আছে। নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলীর ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেন ও রাজনৈতিক প্রভাব কাজ করে। ২০১২ সালে সমবায় অধিদপ্তরে পরিদর্শক, সহকারী পরিদর্শক, অফিস সহকারী-টাইপিস্ট, ড্রাইভার ও পিয়ন পদে ৭ শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা হয়, যেখানে অবৈধ আর্থিক লেনদেন হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপিত হয়। এছাড়া যেসব উপজেলায় কার্যকর এবং সফল সমিতির সংখ্যা বেশি এবং বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প আছে সেসব এলাকায় বদলি হওয়ার ব্যাপারে কর্মকর্তাদের আগ্রহ বেশি। এ ধরনের উপজেলায় বদলির জন্য ৪০,০০০ থেকে ৫০,০০০ টাকা ঘুষ আদায় করা হয়। ঢাকা মেট্রোপলিটনের থানা পর্যায়ে একজন সমবায় কর্মকর্তাকে বদলি হতে ৪ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকা ঘুষ দেওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। যেসব জায়গায় নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ উপার্জনের সুযোগ বেশি সেখানে পদায়ন ধরে রাখতেও মাসে মাসে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের টাকা দিতে হয়।

### ৪.২.১০ সমবায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনিয়ম ও দুর্নীতি বিষয়ে তদন্ত ও বিচার

সমবায় কর্মকর্তার অনিয়ম বা দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় না, কারণ এ ধরনের অভিযোগ প্রমাণ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে অভিযোগকারীর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকাও থাকে। অভিযোগ দায়ের করার পরেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সাধারণত কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হয় না, যার পেছনে উর্ধ্বতন বা রাজনৈতিক প্রভাব কাজ করে। সমবায় কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আইনগত যে পদ্ধতি সেটি অনেক জটিল এবং দীর্ঘ।

## ৪.৩ সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

### ৪.৩.১ সমবায় সমিতির সীমাবদ্ধতা

#### *৪.৩.১.১ সঠিক বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সদস্যদের দক্ষতার অভাব*

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সমবায় সমিতিগুলোর সদস্যদের মধ্যে সমবায় সমিতির সার্বিক কর্ম-পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব আছে। সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগ এবং প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণের বিষয়ে সদস্যদের দক্ষতা নেই।

#### *৪.৩.১.২ সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় দক্ষ নেতৃত্বের অভাব*

সমিতি ব্যবস্থাপনায় সৎ ও দক্ষ নেতৃত্বের অভাব লক্ষ করা যায়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত অকার্যকর সমিতিগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় কার্যকর নেতৃত্বের অভাবে এসব সমিতি সঠিক দিক-নির্দেশনা না পেয়ে অকার্যকর হয়ে গেছে। সময়ের প্রয়োজনের সাথে সমবায় সমিতিগুলো নিজেদের পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং কর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে সমিতিগুলো যুগোপযোগী কৌশল উদ্ভাবনে নতুনত্ব দেখাতে পারছে না। এখনো ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সমবায়ের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

#### *৪.৩.১.৩ সমিতির আর্থিক সক্ষমতার অভাব*

সমবায় সমিতিগুলো আর্থিক সক্ষমতার অভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারছে না। সমবায় অধিদপ্তরের সমবায় সমিতিগুলোর আর্থিক সক্ষমতা নির্ভর করে সদস্যদের দ্বারা বিনিয়োগকৃত অর্থের ওপর। সরকারি বা অন্য কোনো আর্থিক সহায়তা না পাওয়া ও সদস্যদের বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ পর্যাপ্ত না হওয়ার কারণে সমিতিগুলো লাভজনক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে না।

#### *৪.৩.১.৪ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সমিতি গঠন*

সমবায় সমিতির সাথে বহুসংখ্যক মানুষের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, যা রাজনৈতিক কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় প্রভাবশালী এবং রাজনীতিকরা নিজেদের পক্ষে সমবায়ের সদস্যদের ব্যবহার করতে চায়। গবেষণার আওতাভুক্ত কয়েকটি এলাকায় রাজনৈতিক নেতাদের অনুপ্রেরণায়, সরকারি কোন সুযোগ সুবিধা পাওয়ার উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি সমিতি গঠন করা হয়েছে, যেগুলো সরকারি কোনো সুযোগ সুবিধা পেলেই কেবল কার্যকর থাকে।

#### *৪.৩.১.৫ সমিতির সদস্যদের মধ্যে স্বার্থ-সংক্রান্ত বিরোধ*

গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত সমিতিগুলোর মধ্যে কিছু সমিতিতে সাধারণ সদস্যদের সাথে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নিজেদের মধ্যে স্বার্থ-সংক্রান্ত বিরোধ দেখা যায়, যা তৈরি হয় প্রধানত সমিতিতে বিদ্যমান সম্পদ ভোগ করাকে কেন্দ্র করে। এসব ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা সমিতির লাভজনক পদগুলোতে থাকতে চায় এবং সমিতির সম্পদ নিজস্ব লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চায়। সমবায় সমিতির সব ধরনের কর্মকাণ্ডে সাধারণ সদস্যদের যুক্ত না করার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়।

#### *৪.৩.১.৬ সমিতির ব্যাপারে সদস্যদের আগ্রহ ও সচেতনতার অভাব*

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমিতির সাধারণ সদস্যরা তাদের মূল পেশার পাশাপাশি সমবায় সমিতির সাথে যুক্ত থাকার ফলে সমিতির সাথে সম্পৃক্ততাকে গৌণ দায়িত্ব হিসেবে দেখে। অন্যদিকে সমবায় সমিতির কার্যক্রমের ব্যাপারে সাধারণ সদস্যদের আগ্রহ ও সচেতনতার অভাব রয়েছে। অনাগ্রহ এবং অসচেতনতার কারণে সাধারণ সদস্যরা সমিতির সার্বিক কার্যক্রম, আয়-ব্যয় ইত্যাদি বিষয়ে কোন ধারণা রাখে না।

### ৪.৩.২ সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ অনিয়ম ও দুর্নীতি

#### *৪.৩.২.১ উপ-আইনে সমিতির উদ্দেশ্য অনির্দিষ্ট রাখা*

সমবায় সমিতির উপ-আইনে সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য ও কর্ম-প্রণালি সুনির্দিষ্ট না করে উদ্দেশ্য এমনভাবে লেখা হয় যাতে এই আইন দ্বারা সমিতি যেকোনো ধরনের কাজ করতে পারে এবং এসব কার্যক্রমের আইনগত বৈধতা দেওয়া যায়।

#### *৪.৩.২.২ সাধারণ সদস্য/গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা*

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি বহুমুখী ও সঞ্চয়-ঋণদান প্রাথমিক সমবায় সমিতি পুঁজি সংগ্রহের জন্য সদস্য/অসদস্য সবার কাছ থেকে আমানত/বিনিয়োগ সংগ্রহ করে এবং বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগকৃত টাকা ফেরত না দিয়েই সমিতির কার্যক্রম বন্ধ করে এলাকা থেকে পালিয়ে গেছে। কিছু সমিতির ক্ষেত্রে দেখা যায় সমিতি গ্রাহকদের কাছে যে পরিমাণ টাকা বিনিয়োগ হিসেবে গ্রহণ করেছে সমপরিমাণ টাকা তাদের সঞ্চয়ে নেই যা বিক্রি করে বিনিয়োগকারীদের টাকা ফেরত দেওয়া যায়।

#### *৪.৩.২.৩ উচ্চহারে সুদ আদায়*

সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতিগুলো আমানতের টাকা উচ্চ সুদে পুনরায় অন্যদের কাছে বিনিয়োগ করে। এ ধরনের কিছু সমিতি বিতরণকৃত ঋণের ওপর ৩০ থেকে ৪৫ শতাংশ হারে সুদ আদায় করে যা সমবায় আইনের পরিপন্থী। কিছু সমিতি বিতরণকৃত ঋণের ওপর ১৮ শতাংশ হারে সুদ নেয়। কিন্তু ঋণগ্রহীতাদের ছয় মাসের মধ্যেই ঋণ শোধ করতে হয়, ফলে তাদের ওপর সুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৬ শতাংশ।

#### *৪.৩.২.৪ সমিতির লভ্যাংশ বিতরণে অনিয়ম*

সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা সমিতির লাভ কম দেখিয়ে সাধারণ সদস্যদের লভ্যাংশ কম দেয়। সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতির মূল শেয়ার ব্যবস্থাপনা কমিটির অধিকাংশ স দস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ; যেখানে বিনিয়োগকারী বা সমিতির গ্রাহকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না । তবে লভ্যাংশ কম দেওয়া হলেও পরিচালনা কমিটির সদস্যদের ব্যক্তিগত খরচকে সমিতির খরচ হিসেবে দেখানো হয় ও সমিতির খরচ বেশি দেখানোর মাধ্যমে সাধারণ সদস্যদের প্রকৃত লভ্যাংশ থেকে বঞ্চিত করা হয়।

#### *৪.৩.২.৫ সমিতির সম্পদ ও মূলধন ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার*

সাধারণ সদস্যদের অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা সমিতির সম্পদ ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করে। কিছু সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উদ্যোগী সদস্যরা সমিতির বেতনভোগী কর্মকর্তা হিসেবে সমিতিতে নিয়োগ নেয় এবং নিজেদের চাহিদা মত বেতনভাতা আদায় করে।

#### *৪.৩.২.৬ সমিতির কয়েকজন সদস্য কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহার*

সমিতি পরিচালনায় ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রভাবশালী সদস্যরা স্বেচ্ছাচারী আচরণ করে। কিছু সমবায় সমিতি গঠনের পর এর সদস্য, মূলধন ও লভ্যাংশ বাড়ার সাথে সাথে সমিতির পরিচালনা কমিটির কিছু সদস্য সমিতির মধ্যে বিভাজন তৈরি করে সমিতি থেকে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করে। সমিতির প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ নিজেদের পছন্দমত লোকদের নিয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করে সমিতির যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিজেদের সুবিধার্থে গ্রহণ করে এবং সমিতির যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিজেদের সুবিধার্থে পরিচালনা করে।

#### *৪.৩.২.৭ সাধারণ সদস্যদের কাছে সমিতি বিষয়ক তথ্য গোপন করা*

প্রাথমিক সমবায় সমিতিতে সাধারণ সদস্যদের কাছে সমিতির আয়-ব্যয়ের তথ্য গোপন করা হয়। সদস্যদের/গ্রাহকদের উপ-আইন, ম্যানুয়াল বা নিয়ম কানুনের কোনো বই/ডকুমেন্ট সরবরাহ করা হয় না। সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতিগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণ সদস্যদের কাছে কেবল তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থের হিসাব দেখানো হয়। কিছু সমিতি সাধারণ সদস্যদের নিয়ে বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করে না, অথবা নামমাত্র সাধারণ সভার আয়োজন করলেও বিগত বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব, সমিতির লভ্যাংশ কিংবা পরবর্তী বছরের বাজেটের মত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করে না।

### ৪.৩.২.৮ *সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সাধারণ সদস্যদের অংশগ্রহণের সীমিত সুযোগ*

ব্যবস্থাপনা কমিটির কয়েকজন সদস্য সামগ্রিকভাবে সমিতির কার্যনির্বাহ করে এবং সমিতি সংক্রান্ত সব ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে সাধারণ সদস্যরা কেবল স্বাক্ষর সর্বস্ব সদস্য হিসেবে বিবেচিত হয়। নির্বাচন এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের মধ্যেই সাধারণ সদস্যদের অংশগ্রহণ সীমাবদ্ধ থাকে।

### ৪.৩.২.৯ *'পকেট সমিতি' ও নামমাত্র সদস্যপদ*

কিছু বহুমুখী ও সঞ্চয় ঋণদান সমিতির পরিচালনা কমিটি মূলত মালিকপক্ষ/পরিচালনা কমিটির আস্থাভাজনদের সমন্বয়ে গঠিত বলে 'পকেট সমিতি', বা আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে গঠিত বলে 'পরিবারকেন্দ্রিক সমিতি' হিসেবেও অভিহিত। এ ধরনের সমিতির সদস্য দুই ধরনের: (১) মালিক/সদস্য এবং (২) গ্রাহক। কিছু সমিতি ১০০ টাকার শেয়ার বিক্রয়ের বিনিময়ে নামমাত্র সদস্য প্রদান করে যারা সমিতির 'গ্রাহক' নামে পরিচিত। সমিতির সদস্যরা সমিতির সব ধরনের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করলেও গ্রাহক বা নামমাত্র সদস্যরা তাদের বিনিয়োগের অংশ ছাড়া সমিতির অন্য কোনো সুযোগ-সুবিধা পায় না।

### ৪.৩.২.১০ *দ্বৈত হিসাব সংরক্ষণ*

কিছু বহুমুখী ও সঞ্চয় ঋণদান সমবায় সমিতি আর্থিক কর্মকাণ্ডের দ্বৈত হিসাব সংরক্ষণ করে - সমবায়ের নিজস্ব ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ও সমবায় অধিদপ্তরের নিরীক্ষায় প্রদর্শনের জন্য আরেকটি হিসাব। নিরীক্ষায় প্রদর্শনের জন্য হিসাবে সমবায়ের যে কোনো নিয়ম-বহির্ভূত বা অপ্রদর্শিত আর্থিক লেনদেনের হিসাব গোপন রাখা হয়।

### ৪.৩.২.১১ *আয়কর ফাঁকি এবং কালো টাকা বিনিয়োগের মাধ্যম*

বহুমুখী ও সঞ্চয়-ঋণদান সমিতিগুলো অবৈধ আয় বা কালো টাকার গচ্ছিত রাখার উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সমবায় সমিতিতে বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস যাচাই ও নির্দিষ্ট হারে কর দেওয়ার বাধ্যবাধকতা না থাকায় এবং অতি মুনাফার প্রলোভনে অনেকে ব্যাংকে টাকা রাখার চেয়ে সমবায় সমিতিতে রাখতে আগ্রহী। বহু প্রবাসী এবং উচ্চপদস্থ অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাদের উপার্জিত অর্থ অধিক লাভের আশায় এ ধরনের সমিতিতে বিনিয়োগ করেছে।

### ৪.৩.২.১২ *ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সংক্রান্ত অনিয়ম*

কার্যকর সমিতিগুলোর ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা প্রভাব-প্রতিপত্তিকে কাজে লাগিয়ে বারবার নির্বাচিত হয়। সরাসরি নির্বাচনের পরিবর্তে ঐক্যমতের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা মনোনীত হন। কোনো কোনো সমিতিতে নির্বাচিত প্রার্থীদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও সদস্যদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও সমবায় অধিপ্তরের উদ্যোগের অভাবে নির্বাচন হয় না, এবং পূর্বতন কমিটি দিয়েই সমিতি পরিচালিত হয়।

### ৪.৩.২.১৩ *নিরীক্ষা সম্পাদন কার্যক্রমকে গুরুত্ব না দেওয়া*

নিরীক্ষা করার জন্য নোটিশ পাঠানো হলেও সমিতিগুলো একে গুরুত্ব দেয় না। নিরীক্ষা করতে গেলে সমিতিগুলো বিভিন্ন সমস্যা দেখায়, যেমন হিসাবের কাগজপত্র ঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নেই ইত্যাদি। অন্যদিকে সমিতির সাধারণ সদস্যদের সাথে সমবায় কর্মকর্তাদের দেখা করতে বা কথা বলতে দেয় না। কিছু ক্ষেত্রে সমবায়ের শুধু কয়েকজন সদস্যকে দেখিয়ে এবং কয়েকটি প্রকল্প দেখিয়েই নিরীক্ষা সম্পাদন করানো হয়। কিছু সমিতির সদস্যরা সমবায় সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদনের ব্যাপারে আগ্রহী নয়। অন্যদিকে সচেতনতার অভাবে সমিতির সাধারণ সদস্যরা নিরীক্ষা প্রতিবেদনে কি আছে সে ব্যাপারে জানতেও আগ্রহী নয়।

### ৪.৩.২.১৪ *সমিতির উপ-আইন অনুসরণ না করা*

পরিচালনা কমিটির নির্বাচন, ব্যবস্থাপনা এবং সামগ্রিকভাবে সমবায়ের কর্মকাণ্ড কীভাবে চলবে সেই ব্যাপারে সমিতির উপ-আইনে সুনির্দিষ্ট উল্লেখ থাকলেও অনেক সমিতি উপ-আইন অনুসরণ না করে নিজেদের সুবিধামত সমিতি পরিচালনা করে। বিশেষ করে সমিতি থেকে ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমিতির নিয়মনীতির লঙ্ঘন হয়।

### ৪.৩.২.১৫ *দুর্নীতি বিষয়ক তদন্তে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার*

সমিতির পরিচালনা কমিটির সদস্য, কর্মকর্তা-কর্মচারী বা সাধারণ সদস্যদের বিরুদ্ধে কোনো অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যায় না, অথাব সালিশ-বিচারে রাজনৈতিক বা প্রভাবশালী ব্যক্তিরা প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষ করে সমিতির প্রভাবশালী কোনো সদস্য এ ধরনের অনিয়ম করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

## ৫. উপসংহার

সার্বিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, সমবায় সমিতিগুলো কার্যকর ও স্বচ্ছতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করছে না। নিবন্ধিত প্রায় অর্ধেক সমিতি দীর্ঘদিন অকার্যকর। সমবায় খাতের এই ব্যর্থতার মূলে রয়েছে সমবায় সমিতির নিবন্ধন, পর্যবেক্ষণ, তদারকি, পরিচর্যা, নিরীক্ষা, প্রণোদনা এবং উৎসাহ প্রদানে নিয়ন্ত্রক ও তত্ত্বাবধানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঠামোগত দুর্বলতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং অন্যদিকে সমবায় সমিতিগুলোর অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি। এছাড়া নীতি নির্ধারণী পর্যায়েও

রয়েছে সমবায়ের প্রতি অবহেলা ও সিদ্ধান্তহীনতা। সমিতিগুলোর জন্য সরকারের ঋণ কার্যক্রমও সীমিত হয়ে পড়ছে। এছাড়া আইনি সীমাবদ্ধতাও সমবায়ের সুষ্ঠু বিকাশে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে।

## ৬. সমবায় খাতে সাম্প্রতিক সময়ে ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহ

সমবায় সমিতি কর্তৃক বিনিয়োগকারীদের অর্থ-আত্মসাৎ সংক্রান্ত অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার প্রেক্ষিতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানকল্পে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে (১) সমবায় সমিতি আইন সংশোধন, (২) প্রতি মাসে সমিতি পরিদর্শন বাধ্যতামূলক করা, (৩) সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ ভাতা বৃদ্ধি, (৪) সমিতি নিবন্ধনে মাঠ পর্যায়ে যাচাই, (৫) দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, (৬) বহুমুখী সমিতি নিবন্ধন প্রদানে কঠোরতা, (৭) দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত একটি সমবায় সমিতির ক্ষতিগ্রস্তদের স্বার্থ রক্ষায় এডহক কমিটি গঠন, (৮) উপ-আইনের উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্টকরণ বাধ্যবাধকতা, (৯) ওয়ার্কশপের মাধ্যমে সমবায় সমিতি বিধিমালা প্রণয়নে ধারণা প্রদান, (১০) নিরীক্ষার জন্য নতুন মডিউল প্রণযন, (১১) নিরীক্ষা সম্পাদনে সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি'র মধ্যে সমন্বয়ের উদ্যোগ গ্রহণ, ইত্যাদি। এই পদক্ষেপগুলোর মধ্যে অল্পকিছু সুসম্পন্ন বা যথাযথভাবে প্রয়োগ হলেও অধিকাংশই এখনো প্রক্রিয়াধীন বা প্রায়োগিক ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত মাত্রায় রয়েছে।

## ৭. সুপারিশ

সমবায় আন্দোলন জোরদার ও সমবায় সমিতির সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নে বিভিন্ন ইস্যু/বিষয়ভিত্তিক সুপারিশ তুলে ধরা হল:

### সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা সংক্রান্ত

১. 'সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন ২০১৩'-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে 'সমবায় সমিতি বিধিমালায়' সংশোধন আনতে হবে। এ বিধিমালায় সমিতি কর্তৃক সদস্যদের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ ও ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা থাকতে হবে এবং বিধিমালা অনুসরণে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. সমিতির সদস্যদের স্বার্থ সুরক্ষায় সমবায় আইন, উপ-আইন ও বিধি অনুযায়ী কার্যক্রম নিশ্চিত করা সাপেক্ষে সমবায় সমিতিসমূহকে পাঁচ বছর অন্তর পুন:নিবন্ধনের ধারা আইনে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

৩. আইন সংশোধনের মাধ্যমে আদালতে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে নিবন্ধকের অনুমতির বিষয়টি বাতিল করে সদস্যদেরকে সরাসরি আদালতে যাওয়ার সুযোগ রাখতে হবে।

৪. আইন সংশোধনের মাধ্যমে নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে প্রাক-যোগ্যতা ও প্রাক-নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৫. আইন সংশোধন করে জরুরি ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে পাঁচ বছর বা তার অধিক সময় ধরে নিষ্ক্রিয় ও অকার্যকর সমিতি অবসায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৬. সমবায় আইনের আলোকে সমবায় সমিতির ধরন অনুযায়ী উপ-আইন প্রণয়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে সমিতির ধরন অনুসারে উপ-আইন প্রণয়নে নির্দিষ্ট টেমপ্লেট/গাইডলাইন থাকতে পারে। নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমবায় সমিতি পরিদর্শন, নিরীক্ষা, তদন্ত ও পরিচর্যার সময় সমিতির উপ-আইন অনুসরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

### নীতিনির্ধারণী সংক্রান্ত

৭. 'সমবায় নীতিমালা' হালনাগাদ করে যুগোপযোগী 'সমবায় নীতিমালা' প্রণয়ন করতে হবে।

৮. রাষ্ট্রীয় বাজেটে সমবায় খাতের জন্য বাস্তব চাহিদা অনুযায়ী অর্থের সংস্থান করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলোকে পুনঃতফসিলিকরণের মাধ্যমে সচল করতে হবে।

৯. অন্যান্য খাতের সাথে সমন্বয় রেখে মাঠ পর্যায়ে সমবায় কর্মকর্তাদের পদমর্যাদায় সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

১০. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উদ্যোগে সমবায় সমিতির নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন, নিরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ইত্যাদি কাজকে সহজতর ও গতিশীল করার জন্য সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি'র মধ্যে সমন্বয় সাধন করে একক দর্শন ও দিক-নির্দেশনা নির্ধারণ করতে হবে।

### সমবায় সমিতি নিয়ন্ত্রক ও তদারকি প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত

১১. সমিতিগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশকের উপর ভিত্তি করে কার্যকরতার মূল্যায়ন সাপেক্ষে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সমবায় সমিতির দৈনন্দিন প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম ও লেনদেন, সদস্যদের ঋণ প্রদান ও আদায়, সঞ্চয় আমানত সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যক্রমের নিয়মিত পরিদর্শন ও তদারকি নিশ্চিত করতে হবে।

১৩. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমিতির সংখ্যা অনুপাতে জনবল পদায়নে ভারসাম্য নিশ্চিত করতে হবে।

১৪. সমবায় অধিদপ্তরের অধীনে পূর্ণাঙ্গ নিরীক্ষা বিভাগ গঠন করতে হবে যার বিস্তৃতি হবে উপজেলা পর্যন্ত। সমবায় কর্মকর্তা এবং সমবায় সমিতির সদস্যদের নিরীক্ষা বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে। নিরীক্ষা কার্যক্রমের জন্য কিভাবে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করতে হবে সে বিষয়ে সমবায়ীদেরও প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

১৫. সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও সমবায়ীদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে সমবায়ীদের জন্য যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের বিষয় নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সমবায়ীদের আত্মকর্মসংস্থান ও পেশাগত উন্নয়নে সহায়ক বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে।

১৬. সমিতিগুলোর মধ্যে উৎসাহ, আন্ত:সংযোগ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে সমিতির সভাপতি/ সম্পাদকদের নিয়ে ওয়ার্কশপ/ সম্মেলনের আয়োজন করতে হবে। প্রতি বছর সমবায় অধিদপ্তর বিভাগীয় পর্যায়ে এ ধরনের আয়োজন করতে পারে।

১৭. সমবায় অধিদপ্তরের গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে সমবায় খাত নিয়ে কার্যকর গবেষণা পরিচালনা করতে হবে এবং গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে এ খাতের উন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৮. সমবায় সমিতির কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমবায় কর্মকর্তাদের জন্য পর্যাপ্ত যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হবে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার, ইন্টারনেটসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস সহায়তা বাড়াতে হবে।

১৯. সমিতির দৈনন্দিন লেনদেনের ও অন্যান্য হিসাব-নিকাশ নিরীক্ষার সুবিধার্থে একক সফটওয়্যার ব্যবহার করা যেতে পারে।

২০. সমবায় সমিতির নিবন্ধন অনলাইন-ভিত্তিক করাসহ সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের সেবাগুলোকে অনতিবিলম্বে ডিজিটাল করতে হবে।

### অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত

২১. সমবায় অধিদপ্তরে একটি 'এথিকস কমিটি' গঠন করতে হবে যার দায়িত্ব হবে সমবায় খাতের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যক্রম গ্রহণ করা। এই কমিটি -

- সমবায় অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন করবে;
- সমবায় খাতের সুশাসনের জন্য গণমাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের কাছ থেকে স্বপ্রণোদিত হয়ে সমবায় খাতের অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে সমস্যা সমাধানকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২২. সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক অসৎ, দুর্নীতিগ্রস্ত সমবায়ী ও সমবায় কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেসব সমিতি ইতোমধ্যে গ্রাহকদের বিনিয়োগকৃত অর্থ আত্মসাৎ করেছে তাদের বিরুদ্ধে জরুরি ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে 'তথ্য প্রদানকারীর সুরক্ষা আইন' প্রয়োগ করতে হবে।

২৩. সমবায় কর্মকর্তারা সমবায় সমিতি থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোনো নিয়ম-বহির্ভূত সুবিধা/ উপঢৌকন যেন নিতে না পারে সেজন্য তদারকি বাড়াতে হবে।

---

# তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী


অর্থ বিভাগ ২০১২, বাংলাদেশের অর্থনীতি সমীক্ষা ২০১২, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

আকাশ, মম ২০১২, 'সমবায় মালিকানা একটি নতুন প্রস্তাবনা' *সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে আধুনিক প্রজন্মের সমবায়*, সমীর কুমার বিশ্বাস সম্পাদিত, কথামেলা প্রকাশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা.৬০।

আহমেদ, ত ২০১২ 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সমবায় সেক্টরের পুনর্গঠন', *সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে আধুনিক প্রজন্মের সমবায়*, সমীর কুমার বিশ্বাস সম্পাদিত, কথামেলা প্রকাশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা.৩৩।

আহমেদ, ত ২০১৩, 'বাংলাদেশে সমবায়ের ভবিষ্যৎ: একটি রোডম্যাপের খসড়া', *সমবায় আন্দোলন পরিপ্রেক্ষিত ও বিবর্তন*, সমীর কুমার বিশ্বাস সম্পাদিত, অগ্রদূত পাবলিকেশন্স লি:, ঢাকা, পৃষ্ঠা.২৯।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ২০১১, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

নাথ, ধক ২০১২, 'জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে সমবায় আন্দোলনের নতুন দিগন্ত',*সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে আধুনিক প্রজন্মের সমবায়*, সমীর কুমার বিশ্বাস সম্পাদিত, কথামেলা প্রকাশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা.২৯।

নাথ, ধক ২০১৩, 'সমবায়ের শতবর্ষ ও ভবিষ্যতের ভাবনা', *সমবায় আন্দোলন পরিপ্রেক্ষিত ও বিবর্তন*, সমীর কুমার বিশ্বাস সম্পাদিত, অগ্রদূত পাবলিকেশন্স লি:, ঢাকা, পৃষ্ঠা.৪৭-৪৮।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ২০১১, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১০-২০১১, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ঢাকা।

বিশ্বাস, সক ২০১৩, *সমবায় আন্দোলন: পরিপ্রেক্ষিত ও বিবর্তন*, অগ্রদূত পাবলিকেশন্স লি:, ঢাকা।

বিশ্বাস, সক ২০১৩, *ত্রয়ী মনীষীর সমবায় ভাবনা ও তার বিশ্লেষন*, অগ্রদূত পাবলিকেশন্স লি:, ঢাকা।

মালেক, এহ ২০১২, *সমবায় ভাবনা:সিরিজ-১*, সম্প্রীতি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা।

মালেক, এহ ২০১২, *সমবায় সমিতি (সংশোধিত) আইন ২০১২ ও কিছু কথা*, সম্প্রীতি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: ঢাকা।

মোরশেদ, ম ২০১৩, 'বাংলাদেশে সমবায় : শতবর্ষের সারসংকলনের সংক্ষিপ্তসার', *সমবায় আন্দোলন পরিপ্রেক্ষিত ও বিবর্তন*, সমীর কুমার বিশ্বাস সম্পাদিত, ঢাকা, পৃষ্ঠা.১০২।

রহমান, হ ২০০৮, *বদরখালী সমবায় কৃষি ও উপনিবেশ সমিতি*, টিআইবি, ঢাকা।

রহমান, খম ২০১৩, 'সমবায়ের এক শতাব্দী', *সমবায় আন্দোলন পরিপ্রেক্ষিত ও বিবর্তন*, সমীর কুমার বিশ্বাস সম্পাদিত, ঢাকা, পৃষ্ঠা.৬৬।

সমবায় অধিদপ্তর ২০১১, 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১০-২০১১', পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ঢাকা।

সমবায় অধিদপ্তর ২০১৩,স্মারক নং-৪৭.৬১.০০০০.০২৭.২৯.০০৮/১৩ ব্যাংক, বীমা-১৮৩, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ঢাকা।

সমবায় অধিদপ্তর ২০০১, সমবায় সমিতি আইন ২০০১, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ঢাকা।

সমবায় অধিদপ্তর ২০১৩, সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ঢাকা।

সাহা, অক ২০১৩, 'আন্দোলনে সমবায়: সমবায়ীদের অবস্থান', *সমবায় আন্দোলন: পরিপ্রেক্ষিত ও বিবর্তন*, সমীর কুমার বিশ্বাস সম্পাদিত, অগ্রদূত পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, পৃষ্ঠা.২৪৫।

হালিম, এএমঅ ২০১৩, 'সমবায় মূল্যবোধ: একটি পর্যালোচনা', *সমবায় আন্দোলন: পরিপ্রেক্ষিত ও বিবর্তন*, সমীর কুমার বিশ্বাস সম্পাদিত, অগ্রদূত পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা।

Ali, Z 2011, *Assessment of the Contribution of the Department of Cooperative Movement and Poverty Alleviation in Bangladesh*, BIDS, Dhaka .

Biswas, SK 2013 *`Cooperatives: Present and Future Perspective'*, Agrodoot Publications Ltd., Dhaka.

Banglapedia 2012, *`Cooperative Banking'*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka.

Ghosh, NB 2012, *`Co-Operatives: A Few Words'*, Asian Journal of Science and Technology, Sociological Research Unit, Indian Statistical Institute, Kolkata.

*Indian Famine Comission report 1901*, Office of superintendent of Government printing, Calcutta.

Sullivan, OA & Sheffrin, SM 2003, Economics: Principles in action, *eds* MA Quddus, Upper Saddle River, New Jersey.